দৈনিক জনকণ্ঠ

107

তারিখ ... 05 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৩...

প্রসঙ্গ ॥ প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়

জনাব মুনতাসীর মামুনের গত ৮ জুলাই '৯৭ প্রকাশিত সংবাদ ভাষ্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাঁর মতো একজন খ্যাতনামা শিক্ষক অবহেলিত শিক্ষক সমাজের জন্য সংবাদ ভাষ্য আকারে কিছু তথ্য জাতির সামনে উপস্থাপন করে সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন। তাঁর এই বক্তব্য মুহম্মদ আব্দুস সুবাহান-এর মতো গুটিকয়েক আমলার কাছে শ্রুতিমধুর না হয়ে শ্রুতিকটু লাগাটাই স্বাভাবিক।

গত ২৪ জুলাই '৯৭ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে রংপুর পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট মোঃ আব্দুস সুবাহান উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন তার জন্য আমি সমস্ত পিটিআই-এর পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের পক্ষ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সুপার মহোদয়ের অন্ততপক্ষে এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে, তিনি শুধুমাত্র ইনস্ট্রাক্টরদের সুপার নন, তিনি পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণেরও সুপার বটে। আর মোঃ আব্দুস সুবাহান-এর মতো বিজ্ঞ ও জ্ঞানী প্রশাসকের পক্ষে একতরফাভাবে ইনস্ট্রাক্টরদের পক্ষ অবলম্বন করায় স্পষ্টভাবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মতো সুপারগণই বর্তমানে পিটিআইতে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য দায়ী। কেন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে "ইনস্ট্রাক্টরদের প্রযোজ্য স্কেলে" বেতন ও ভাতাদি সরকার প্রদান করেছে এবং কেনইবা বর্তমানে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ইনস্ট্রাক্টরদের সমমর্যাদা দাবি করছে তার কিছু তথ্য সকলের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি ঃ

(১) পরীক্ষণ বিদ্যালয়গুলো পিটিআই-এর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

(২) পিটিআই-এর সি-ইন-এড ক্লাস এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের ক্লাসসহ যাবতীয় কাজ যৌথভাবে ইনস্ট্রাক্টর এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সমন্বয়ে চলে আসছে। ৬/১/৯৬ তারিখের পূর্বের রুটিন, মহা-পরিচালকের ৭/৪/৮৫ তারিখের ৩৩৫৬/৬০ নং স্মারক, ১৪/৫/৮৭ ইং তারিখের ৪৯৭৮ নং স্মারক, ১৫/৯/৯৪ ইং তারিখের ৬৭০৯/৫৩ নং স্মারক এবং ম্যানেজমেন্ট হ্যান্ড বুক এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

(৩) আমার মতো পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা শুধুমাত্র সি-ইন-এড-এর ক্লাস নিয়েই ক্ষান্ত নন। তাঁরা সি-ইন-এড—এর চূড়ান্ত পরীক্ষার পরীক্ষক ও নিরীক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পিটিআই-এর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই পালন করে আসছেন, সেখানে গত ৬/১/৯৬ তারিখে সমমর্যাদা ও সমস্কেলভুক্ত পরীক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষকগণকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ইনস্ট্রাক্টরগণকে (যাঁদের অনেকের যোগ্যতা পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে নিম্নে) তৃতীয় শ্রেণী থেকে সরাসরি ১ম শ্রেণী (নন-ক্যাডার) পদে উন্নীত করার পর থেকে কিছু কিছু সুপার ও ইনস্ট্রাক্টরের যোগসাজশে অন্যায়ভাবে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বর্তমানে নানাভাবে অবমূল্যায়ন করে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। এছাড়া কিছু কিছু পিটিআইতে দীর্ঘদিনের প্রচলিত নিয়মনীতির প্রতি তোয়াক্কা না করে বর্তমানে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার অসৎ উদ্দেশ্যে তারা নানারকম বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে হেয়প্রতিপন্ন করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন।

(৪) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মহোদয়ের বরাবরে আমরা অনেক আবেদন-নিবেদন করার পর যখন কোন ফল পাইনি তখনই আমি পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের পক্ষ থেকে ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট পিটিশন করতে বাধ্য হয়েছি। হাইকোর্টের বিচারাধীন কোন বিষয়ে মন্তব্য পেশ করা বিচার বিভাগের প্রতি অবমাননার শামিল, তা মনে হয় তাঁদের জানা নেই।

(৫) তাছাড়া ১৯৬৭ সালের সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৫১১/৪এ/১৪/৬৭-৮৯২ ইডিএস তারিখ ২২-৮-৬৭ মোতাবেক পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ইনস্ট্রাক্টরদের ন্যায় সরাসরি সহ-সুপার পদে পদোন্নতি পাওয়ার দাবিদার।

(৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৭/২এ-১/৮৭/৯৩৬ (৬০) তারিখ ২৯/৮/৮৮ ইং মোতাবেক পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিএড পাসের তারিখ থেকে যেহেতু "ইনস্ট্রাক্টরদের প্রযোজ্য স্কেলে" বেতন ও ভাতাদি পেয়ে আসছেন, সেহেতু ১৯৮৫ সালের নিয়োগবিধি মোতাবেক একই স্কেল ও সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে অর্থাৎ ইনস্ট্রাক্টরদের পদে ৩০% পদোন্নতি দেয়ার যে বিধান রয়েছে তা অর্থহীন। কারণ উভয় পদের বেতন স্কেল ও টাইম স্কেলও অভিন্ন।

বিএসআর-এর ৪২-এর নিচে নোট ৯/এফআর/২২-এর নিচে সরকারের তৃতীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক একই অফিসে একই বেতন স্কেল ও একই টাইম স্কেলভুক্ত দু'টি পদ সমদায়িত্বসম্পন্ন বিধায় পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ইনস্ট্রাক্টরগণ উভয়েই সমদায়িত্বসম্পন্ন এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন।

(৭) যেহেতু পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে "ইনস্ট্রাক্টরদের প্রযোজ্য স্কেল" প্রদান করা হয়েছে সেহেতু বর্তমানে সমযোগ্যতাসম্পন্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে কেনইবা ইনস্ট্রাক্টরদের ন্যায় ১ম শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান করা যাবে না এবং কেনইবা তাদের দিয়ে বর্তমানে সি-ইন-এড-এর সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা যাবে না— এ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা?

তাছাড়া পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে ইনস্ট্রাক্টরদের সমমর্যাদা প্রদান করলে সরকারের অতিরিক্ত কোন অর্থের প্রয়োজন হবে না। শুধু একটু সদিচ্ছার প্রয়োজন।

সবশেষে বিষয়টি নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি না করে কিভাবে এ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো যায় সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তথা সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

মোঃ ইসমাইল হোসেন
পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক
ঠাকুরগাঁও পিটিআই
ঠাকুরগাঁও
ও
মুখ্য সম্পাদক
বাংলাদেশ পিটিআই শিক্ষক সমিতি